International Labour Organization

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ স্কীম (ই.আই.আই) একটি সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতি যার আওতায় পেশাগত দুর্ঘটনা ও অসুস্থতায় ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেবা দেয়ার পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। কর্মক্ষেত্রে বিশেষত কলকারখানায় যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এসব দুর্ঘটনার জন্য যেই দায়ী হোক না কেন হতাহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ পাওয়া তার অধিকার। তাই কলকারখানায় যেসব দুর্ঘটনা ঘটে তা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ হিসেবে ধরা উচিত।

একটি জাতীয় ই.আই.আই স্কীম দেশটির সামাজিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করে। আইএলও বাংলাদেশ সরকারকে একটি জাতীয় ই.আই.আই স্কীম এর খসড়া তৈরিতে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। কলকারখানায় বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটলে এই স্কীম হতাহত শ্রমিক ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, মালিককে দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং মালিকের সুনাম নষ্ট হবার ঝুঁকি কমাবে।

এই প্রকাশনাটিতে ই.আই.আই স্কীম এর বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা সম্পর্কে তথ্য রয়েছে।

ই.আই.আই স্কীম এর বৈশিষ্টসমূহ:

- ই.আই.আই স্কীম এর তিনটি মূল স্তম্ভ হলো প্রতিরোধ, পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ। অধিকাংশ দেশে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে ই.আই.আই স্কীম শুরু করা হয়।
- ই.আই.আই স্কীম প্রচলিত স্বাস্থ্য বীমা নয়। এটি শুধুমাত্র পেশাগত দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করে।
- প্রাথমিক অবস্থায় জাতীয় ই.আই.আই স্কীম তুলনামূলকভাবে সুসংগঠিত/কাঠামোবদ্ধ শিল্পখাতে চালু করা হয়। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতেও এই স্কীম সম্প্রসারন করা হয়।
- তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের প্রায় চল্লিশ লাখ শ্রমিকের জীবিকার সংস্থান করে। একারণে এদেশে একটি পাইলট ই.আই.আই স্কীম বাস্তবায়নের জন্য এই খাতটিকে সবচেয়ে উপযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- ই.আই.আই স্কীম কোনো বেসরকারী বীমা নয়। স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা রাষ্ট্রকর্তৃক পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান এই স্কীমটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকে এবং সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ত্রিপাক্ষিক পরিচালনা পর্ষদ এর তত্ত্বাবধান করে।
- পেশাগত দুর্ঘটনা পরবর্তী দায়িত্ব পালনে কোনো মালিক ব্যর্থ হলেও ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক ই.আই.আই স্কীম এ আওতাভুক্ত সুবিধা পাবেন।

- ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত মামলা পরিহার করা হবে এই শর্তে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের ই.আই.আই স্কীম থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মালিকপক্ষকেও বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত অর্থ ই.আই.আই স্কীম এর তহবিলে নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে।
- ই.আই.আই স্কীম "নো ফল্ট" (দায়মুক্ত) নীতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতিটি কার্যকর কারণ আইনি ব্যবস্থায় দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে অনেক অর্থ ও সময় ব্যয় হয়।
- আইএলও প্রস্তাব করেছে যে, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক এবং টেক্সটাইল সামগ্রী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ই.আই.আই স্কীম এর তহবিলে তাদের প্রতি শ্রমিকের বেতনের প্রায় ০.৩৩ শতাংশ জমা দিতে হবে। অর্থাৎ, কোনো শ্রমিকের মাসিক বেতন যদি ১০,০০০ টাকা (১১৬ মার্কিন ডলার) হয়, তবে মালিক সেই শ্রমিকের জন্য প্রতি মাসে মাত্র ৩৩ টাকা (০.৩৮ মার্কিন ডলার) ই.আই.আই স্কীম এর তহবিলে প্রদান করবেন। তবে উল্লেখ্য যে, এই ৩৩ টাকা শ্রমিকের বেতন থেকে কেটে নেয়া যাবে না।
- ই.আই.আই স্কীম এর তহবিল থেকে পেশাগত দুর্ঘটনার ফলে হওয়া আর্থিক ক্ষতির জন্য কোনো প্রকার থোক অর্থ দেয়া হয় না। পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তি ভিত্তিক টাকা দেয়া হয়।
- পেশাগত দুর্ঘটনার ফলে আহত বা প্রতিবন্ধী শ্রমিকের পুনর্বাসন এবং কাজে ফেরায় ই.আই.আই স্কীম সহায়তা করে।

ই.আই.আই স্কীম - চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা

শ্রমিকরা পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলে তাদের জন্য সময়োপযোগী এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করবে ই.আই.আই স্কীম।

- পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে কোন শ্রমিক প্রতিবন্ধী হয়ে থাকলে ই.আই.আই স্কীম এ অন্তর্ভুক্ত কারিগরি পুনর্বাসন কর্মসূচি তাকে পূর্ব পেশা কিংবা উপযুক্ত বিকল্প পেশায় কাজ করতে সাহায্য করবে।
- পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে প্রতিবন্ধী হওয়া কোন শ্রমিক উপার্জনে অক্ষম হলে ই.আই.আই স্কীম এর অধীনে তার বাকি জীবনের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবেন। মৃত শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরাও ক্ষতিপূরণ পাবেন। এই আর্থিক সুবিধার পরিমান দুর্ঘটনার পূর্বে শ্রমিকের সর্বশেষ বেতনের ৬০% পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধী হওয়ার পূর্বে কোনো শ্রমিকের বেতন যদি প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা হয়ে থাকে, তবে তিনি তার বাকি জীবনের জন্য প্রতি মাসে ৬,০০০ টাকা করে পাবেন।
- ই.আই.আই স্কীম এ তালিকাভুক্ত প্রত্যেক শ্রমিকের একটি ব্যাংক একাউন্ট থাকবে এবং ক্ষতিপূরণের দাবি অনুমোদন হলে তার নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে কিংবা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করা হবে। এর ফলে প্রতিবন্ধী শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহের জন্য যাতায়াতের বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাবেন।
- ই.আই.আই স্কীম গুরুতর আহত শ্রমিকের জন্য জীবনব্যাপী উন্নততর চিকিৎসা এবং সেবা নিশ্চিত করবে।

বহুজাতিক ব্র্যান্ড এবং ক্রেতা সংস্থারা যেসব কারখানা থেকে তৈরি পোশাক এবং টেক্সটাইল সামগ্রী আমদানি করে থাকে, সেখানে কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক হতাহত হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তারা দায়ী থাকবে না।

- এই সুবিধার ফলে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি করতে ব্র্যান্ড এবং ক্রেতারা অধিক আগ্রহী হবে।

সরকার জাতীয় পর্যায়ে পেশাগত দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা (ই.আই.আই স্কীম) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং আহত/প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে পারবে।

- ই.আই.আই. স্কীম জনগণের সার্বিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে অবদান রাখবে।
- অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জনে ই.আই.আই. স্কীম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মালিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা ও অসুস্থতাজনিত আর্থিক ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দিবে জাতীয় ই.আই.আই স্কীম।

- ই.আই.আই স্কীম এর আওতায় ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের খরচ সকল মালিকরা সম্মিলিতভাবে বহন করবেন। এর ফলে এককভাবে কোন মালিককে ক্ষতিপূরণের দায়ভার নিতে হবে না।
- ই.আই.আই স্কীম বাস্তবায়িত হলে মালিকপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দায়ভার থেকে মুক্ত থাকবেন।
- ই.আই.আই স্কীম এ পুনর্বাসন সেবা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মালিকরা আহত হওয়া দক্ষ শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) সুরক্ষা নিশ্চিতে উৎসাহী হবেন। এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই করতে ভূমিকা রাখবে।
- বাংলাদেশে ই.আই.আই স্কীম বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পাবে, কারণ তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল সামগ্রী রপ্তানিকারক অন্যান্য প্রায় সকল দেশেই ই.আই.আই স্কীম রয়েছে।

- যোগাযোগ
- তথ্য
- প্রকাশনা

dhaka@ilo.org
facebook @ilobangladesh
www.ilo.org/bangladesh
twitter @ilobangladesh
YouTube ILO TV Bangladesh

সহযোগিতায়:

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT